

২. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২.১ অনুবিভাগ-১: আমেরিকা ও জাপান

২.১.১ আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে Economic, Technical and Related Assistance শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নসহযোগিতার অধিকাংশ United States Agency for International Development (USAID)-এর মাধ্যমে প্রদান করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ মার্কিন সহায়তা পেয়েছে, যা মূলত কারিগরি ও খাদ্য সহায়তা ইত্যাদি হিসেবে এসেছে।

গত ১৪.০৮.২০১২ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং USAID-এর মধ্যে ৫৭১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত Development Objective Grant Agreement (DOAG) অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটি এযাবৎ সর্বমোট ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধনীতে DOAG এর মূল ceiling ৬১৩.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সাথে ৮.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে DOAG এর মোট অনুদানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬১৩.৬১+৮.১০=৬২১.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে USAID-এর প্রায় ৮৫ টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Office of Defence Cooperations (ODC)-এর আওতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী কোস্ট গার্ড স্টেশন সন্দীপ এর পরিবর্তে সিজি আউটপোস্ট সারিকাইত এ Coastal Crisis Management Centre (CCMC) নির্মানের জন্য সংশোধিত সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩০টি স্থানে CCMC নির্মাণ করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ১৭ (সতের) জন মার্কিন ও কানাডিয়ান নাগরিকের অনুকূলে বাংলাদেশে অবস্থানের জন্য নিরাপত্তা ছাড়পত্র ইস্যু ও বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ভিসা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, USAID এর- ট্রাস্ট ফান্ডের ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য ১,০৫,০০০০০/- (এক কোটি পঁচ লক্ষ) টাকা চাঁদা USAID-কে প্রদান করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহযোগী United States Department of Agriculture (USDA)-এর সহায়তায় Biotech Agricultural Research Projects এর আওতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে এই ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ১১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের Monitoring & Evaluation এর জন্য ইআরডিতে একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আহ্বান করে থাকে। উল্লেখ্য, কমিটির একটি সভা গত ১৭/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে Biotech Agricultural Research প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা উল্লেখপূর্বক USDA-এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম এন্ড লাইভলিহুড ইন ইসিএ (CREL-ECA)” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম জুন ২০১৮ পর্যন্ত চলমান রাখা ও আর্থিক সংস্থান নিশ্চিতকণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য USAID কে অনুরোধ করা হয়। USAID এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করায় তা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে যথারীতি অবহিত করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক Feed the Future Initiative কর্মসূচির আওতায় Global Food Security Strategy (GFSS) পার্টনারশীপে যোগদানের জন্য বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, GFSS এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণা এবং এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতির উন্নয়নসহ দারিদ্র, ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা দূর করা। USAID বাংলাদেশে Feed the Future Initiative কর্মসূচি ১ম পর্যায়ে ২০১১ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চালু করেছিল এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ২০১৭ থেকে এই কার্যক্রম আরো ৫ বছরের জন্য অব্যাহত রাখার অভিপ্রায় USAID ব্যক্ত করায় বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি এ বিভাগ থেকে USAID-কে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, USAID বর্তমানে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে নতুন Country Development Cooperation Strategy (CDCS) তৈরি করছে। এটি বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Millennium Challenge Account (MCA)-এবাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে Millennium Challenge Corporation (MCC)-এর সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

কানাডাঃ

কানাডা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়নসহযোগী। কানাডা সরকার Global Affairs Canada (GAC)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তী থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কানাডা হতে আনুমানিক ২ বিলিয়নের বেশী উন্নয়ন সহযোগিতা পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কানাডা সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রায় ৬০ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার বরাদ্দ রাখে।

কানাডা Bangladesh Development Forum (BDF) এবং Local Consultative Group (LCG) এর একটি সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে GAC-এর আর্থিক সহায়তায় সরকারি/বেসরকারি খাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরির জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, স্কিল এমপ্লয়মেন্ট, জেন্ডার, রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (PFM) এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে কানাডার আর্থিক সহায়তায় চলমান প্রকল্প/কার্যক্রমের তদারকি, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং উন্নয়নের নিমিত্ত ১৯৮৬-২০১৬ পর্যন্ত Program Support Unit (PSU) শিরোনামে একটি প্রকল্প চলমান ছিল। PSU-প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ কানাডিয়ান দূতাবাস, কানাডা সহায়তায় চলমান প্রকল্প/কার্যক্রমে সহায়তা করছে। এছাড়া, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কানাডা শাখায় কিছু ইকুইপমেন্টস ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রারম্ভিক বছরগুলোতে PSU মূলতঃ প্রশাসনিক ও লজিস্টিকক্ষেত্রে সার্ভিস প্রদান করতো, তবে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সংস্থায় কানাডিয়ান কারিগরি পরামর্শকদের মাঠ পর্যায়ে উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্যে নব্বই দশকের শেষের দিকে PSU এর কর্মকান্ড বিস্তৃত হয়।

বর্তমানে PSU-এর পরিবর্তে Field Support Services (FSS) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। FSS কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং কানাডিয়ান হাইকমিশনের মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মেয়াদকাল ৫ বছর (২০১৭-২০২১) পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৯.৭ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২/১১/২০১৬ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে Primary Education Development Program (PEDP-3) শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ঢাকাস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশনের অনাপত্তি/মতামত গ্রহণের জন্য এ বিভাগ হতে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কানাডিয়ান হাইকমিশন কোন প্রকার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধির বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করে। এ সংক্রান্ত একটি Amendment-1 গত ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অনুবিভাগ প্রধান (আমেরিকা ও জাপান) এবং কানাডিয়ান হাইকমিশনের হেড অব কোর্পোরেশন স্বাক্ষর করেন।

২.১.২ জাপান

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জাপান সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতের প্রকল্পে অর্থায়ন করে থাকে। ১৯৭২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত জাপানের নিকট থেকে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অনুদান সহায়তা হিসেবে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাপান সরকারের ঋণ সহায়তায় ৩৫টি, অনুদান সহায়তায় ৯টি এবং ২৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে।



ইকোনোমিক এন্ড সোশাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ৫০০ মিলিয়ন জাপান অনুদান প্রাপ্তি উপলক্ষে 'Exchange of Note' স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইআরডি'র সচিব কাজী শফিকুল আযম ও জাপানের রাষ্ট্রদূত Mr. Masato Watanabe

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে জাপান সরকারের সঙ্গে ৩৮তম ওডিএ লোন প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্পের জন্য সহজ শর্তে সর্বমোট ১৭৮,২২৩ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (আনুমানিক ১৩,০১০ কোটি টাকা/১,৫৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্প ৬টি হলো:
 - (১) Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (I)
 - (২) The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project (II)
 - (৩) Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line1) (E/S)
 - (৪) Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (III)
 - (৫) Dhaka Underground Substation Construction Project
 - (৬) Small Scale Water Resources Development Project (Phase 2)
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাপান সরকারের সঙ্গে ০২টি প্রকল্পের জন্য মোট ১,৫০০ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (আনুমানিক ১০৬.১৯ কোটি টাকা/১৩.৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের “The Third Primary Education Development Programme”-শীর্ষক কার্যক্রমে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ৫০০ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের “Economic and Social Development Programme” শীর্ষক কার্যক্রমে ৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে ১,০০০ মিলিয়ন

জাপানিজ ইয়েনের অনুদান সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত “বিনিময় নোট” এবং “অনুদান চুক্তি” জাপান সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাপান ঋণ মণ্ডল তহবিল (জেডিসিএফ) এর অর্থায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ১৩,৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ৯,৮১১.৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক “জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ প্রজেক্ট (জেডিএস) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০১ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩১১৯.৬৪ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৩৫১.৮৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৯,৭৬৭.৮০ লক্ষ টাকা। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিশীল ও তরুন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান এবং স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৪০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে জাপানের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স সম্পন্ন করে দেশে ফিরে এসেছেন। ১৪ ও ১৫তম ব্যাচের মোট ৫৪ জন কর্মকর্তা জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যয়নরত আছেন। জেডিএস ১৬তম ব্যাচের ৩০জন কর্মকর্তা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কর্মকর্তাদের থেকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়। জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে:
 - Development of Capacity for Public Administrative Government
 - Development of Capacity for Economics Planning and Policy
 - Development of Legal Capacity and Policy
 - Development of Capacity for Urban and Rural Planning and Policy
 - Development of Capacity for Public Finance and Investment Management

জাপান সরকারের সহায়তায় প্রশিক্ষণ:

জাইকার অনুদান সহায়তায় জাপানে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে সরকারি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাপানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৮৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প:

জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ প্রজেক্ট (জেডিএস)(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

- প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
“জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ প্রজেক্ট(জেডিএস) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেডিএস স্কলারশীপ প্রোগ্রামের জন্য প্রতি বৎসর বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০০১ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩০১১৯.৬৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৫১.৮৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৯,৭৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। জাপান সরকার কর্তৃক এ যাবৎ ৪,৩৩৬ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত এজেন্ট Japan International Cooperation Center (JICE) এর মাধ্যমে প্রকল্প সাহায্যের অর্থ সরাসরি জেডিএস ফেলোদের অনুকূলে জাপানে ব্যয় করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য আনুসাংগিক ব্যয় জিওবি খাত থেকে নির্বাহ করা হয়।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য
মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তরুন কর্মকর্তাদের জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বৎসর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান এবং তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- কর্মকর্তা (জেডিএস ফেলো) বাছাই প্রক্রিয়া
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রার্থী বাছাই করা হয়।

- অগ্রগতি

২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯২.২২%। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৪০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে জাপানের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স সম্পন্ন করে দেশে ফিরে এসেছেন। বর্তমানে ১৪তম ও ১৫তম ব্যাচে মোট ৫৪ জন কর্মকর্তা জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছেন। জেডিএস ১৬তম ব্যাচে ৩০ জন ফেলো নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্মত হয়েছে। নির্বাচিত ফেলোগণ আগস্ট ২০১৭ সময়ে জাপান গমন করবেন।